



Government of West Bengal

West Bengal State Haj Committee (WBCS Coaching & Guidance Cell)

Haj Tower-cum-Empowerment Centre
VIP Road, Kaikhali, Kolkata-700 052



Mock Test Set-6

29/12/2022

Time

10:00 AM to 1:00 PM

Marks : 200

West Bengal Civil Service Mains Examinations'22

BENGALI COMPULSORY MOCK TEST

১► নিম্নলিখিত যে কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে আপনার অভিমত কোনো বাংলা দৈনিক সম্পাদকের কাছে অনধিক ১৫০টি শব্দের মধ্যে পত্রাকারে বিবৃত করুন - 40

ক. জীবিকার টানে ভিনদেশে পাড়ি

খ. শিশুর ওজন বনাম ব্যাগের ওজন

গ. সোশ্যাল মিডিয়া ও আপনজন

২► নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে ২০০টি শব্দের মধ্যে একটি সম্পাদকীয় প্রতিবেদন লিখুন- 40

"বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে আধুনিক সিনেমা"

৩► নিম্নলিখিত অংশটির সারমর্ম লিখুন- 40

এ নদীর কোনো ম্যাপ আঁকা যায় না। জলের টপোগ্রাফিটা আশ্চর্য। প্রত্নতত্ত্ববে জরুরি হলেও এর মানচিত্র নেই। টপোগ্রাফিতে অজস্র বিচ্ছিন্ন জল, রং, ঘন বাঁক, আকাশের হেলে পড়া। কিন্তু জলঘাটে জলের কোনো ছবির আদল দাঁড়ায় না। জলঘাটের এই স্টিমারে বসে নদীময় গুঞ্জনটা...ব্যস্ত বিচরণটা একটা সারা দিনের আস্ত জীবন বনে যায়। জলের প্রবহমানতা, মানুষের ছোটোছুটি সবই আকারহীন। অনচ্ছ, পিঙ্গল। চন্দনারা ভাবে, কী নিয়ে গল্প করবে। মানুষকে বলার মতো কী আছে তাদের। ছাপড়াখালীতে জলঢাকাতে জলদেশ নেই, চাষবাস নেই। ফসল মাটি নেই। কেউ এখানে স্টিমারে জানতে চায়। চন্দনা বলে, গদাধর থেকে বাইনতলা তারা চিনে। বোগাপানি থেকে ধনু হয়ে কালজানি, তার পরই জলঢাকা। পশ্চিমের ঘাটে সারা বছর বাদলা আকাশ, রোদ উঠতেই মাটিতে শেষ বৃষ্টির ফোঁটাটা গিলে নিয়ে মাটির ভেতরের আগুন ঝলকায়। এসব নিয়ে চরম বিশৃঙ্খল ভূপৃষ্ঠ। দুর্বল পাঁজরে মাটিগুলো ন্যাভড়া ন্যাভড়া হয়ে ঝুলে থাকে। সমস্ত আকাশময় স্থির জলের মতো কোনো ছবি হয় না সেখানে। খিদেয় মাটিতে সঁধিয়ে পড়া জীবন। নিরন্তর বয়ে চলা কোনো নদী নেই। নরম পলিতে শস্যদানা নেই। খাদের ঢালপথ নেই। কী বলবে কাকে। শীর্ণ ঘোলাটে জীবন। বনতলে লতাগাছ যেভাবে বেড়ে ওঠে, উঠলে যে সেটাকে কোনো বসতি বলেও মনে হয় না, পুরোনো কথাও মনে হয় না। প্রত্নবিদেরও কাজ থাকে না সেখানে। যে সভ্যতা নেই তার তো পৌরাণিক অভ্যাসও থাকে না। মানবসম্পর্কোচিত কোনো ইতিবৃত্ত নেই। ভাদের দাহে দক্ষ, শ্রাবণে বাস্তুছাড়া। এসব কি পুরোনো কথা হবে? চন্দনাদের বিপুল জলদেশ মেঘদেশকে মানববসতির বাইরে কল্পনা করতে হয়। তার কিছু ছিল না এখানে আসলে। ঘরদোর, অফিস-কাছারি, থানা-হাজত, পাকা রাস্তা, গাড়িপথ, সমাজভিত্তিক বন্দোবস্ত, ট্রাকের গর্জন, মানুষের জৈবনিক নিয়মগুলো তার তো নেই। নদীর চর কি তার স্বদেশ ছিল কোনো দিন? দেশান্তরি মজুরের কি দেশে যাওয়ার দেশ থাকে? চন্দনারা যে জলঢাকার পারে সরু আর চওড়া হেঁটেছিল একদিন, বড় রাস্তা ছেড়ে কাঁচা রাস্তায় হেঁটেছিল একদিন, তার গিঁট কি ছিল কিছু? দেশবিহীন কোনো মানুষ যদি থাকে, তবে তার সঙ্গে অভ্যাসের সম্পর্কটা কী হবে, তা তো আগে থেকে ঠিক করা নেই। সে বিপুল কোলাহলের ভেতরে কোনো সম্পর্ক রচনা করে উঠতে পারে না।

আদিবাসী নেগ্রিটো এই অঞ্চলের আদিবাসী ছিল। এরপরে এই অঞ্চলে দ্রাবিড়দের অনুপ্রবেশ ঘটে। আজ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে আগে মৌর্য সম্রাট অশোকের শিলালিপিতে প্রথম কেরালা (কেরালাপুত্রা)-র উল্লেখ পাওয়া যায়। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে গ্রিক ও রোমানদের কাছে অঞ্চলটি বিখ্যাত হয়ে ওঠেছিল এই অঞ্চলের গোলমরিচের জন্য। খ্রিষ্টীয় প্রথম ৫টি শতাব্দী এটি তামিল অঞ্চল হিসেবে গড়ে উঠেছিল। এই সময় এর নাম ছিল তামিলাকম। এ সময়কালে কেরালা ছিল পাণ্ডিয়া, চোল ও চেরা রাজবংশের শাসনাধী। খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এখানে কিছু ইহুদি আদিবাসীদের আগমন ঘটে। সিরীয় অর্থডক্স খ্রিষ্টানদের মতে, সেন্ট টমাস দগয় অপোস্টল এই সময় কেরালা সফর করেছিলেন। খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শতাব্দীকালের ভিতরে কেরালার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে খ্রিষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর শেষের দিকে আরব ব্যবসায়ীরা এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য আসা শুরু করে। এই সময় এই অঞ্চলে ইসলামের বিকাশ ঘটে। কুলশেখর রাজবংশ (খ্রিষ্টীয় ৮০০-১১০২)-এর শাসনামলে একটা স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণে গড়ে উঠে মালয়ালম ভাষা। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীকালে কেরালা মূলত চোলরাজাদের অধীনে ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীর সূচনায় বেনাদ রাজ্যের রবি বর্মা কুলশেখর দক্ষিণ ভারতে খুব অল্প সময়ের জন্য প্রধান্য বিস্তার করেছিলেন। কালিকটে ভাস্কো ডা গামার কালিকটে আসার পর কেরালায় বিদেশী হস্তক্ষেপ শুরু হয়। খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগিজরা আরব বণিকদের তাড়িয়ে দেয় এবং মালাবার উপকূলে তাদের ব্যবসায় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে। তাদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কালিকটের জামোরিন (উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ষমতাবান শাসক) প্রতিহত করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে ডাচরা পর্তুগিজদের বিতাড়িত করে। ১৭২৯ খ্রিষ্টাব্দে বেনাদের সিংহাসনে বসেন মার্ত্তণ্ড বর্মা এবং ১২ বছর পরে কোলাচেলের যুদ্ধে ডাচদের সম্প্রসারণবাদী পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দেন। তারপর মার্ত্তণ্ড বর্মা ইউরোপীয় ধারার সৈনিক-শৃঙ্খলা গ্রহণ করে চারপাশের এলাকার প্রভুত্ব বিস্তার। ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে জামোরিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন এবং তিনি মধ্যাঞ্চলীয় কোচিনরাজের সহযোগিতায় কোচিনকে নিজ অধিকারে রাখতে সক্ষম হন। ১৮০৬ খ্রিষ্টাব্দের দিকে কোচিন, ত্রাবাঙ্কুর ও উত্তরের মালাবার উপকূল ব্রিটিশ মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অধীনস্থ একটি রাজ্যে পরিণত হয়। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘ দু'বছর পর কোচিন ও ত্রাবাঙ্কুর একত্রিত হয়ে 'ত্রাবাঙ্কুর-কোচিন' রাজ্য নামে আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমান কেরালা রাজ্য ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে ভাষার ভিত্তিতে গঠিত হয়। এসময় মালাবার উপকূল ও দক্ষিণের কানারার কাসারগড় তালুক (প্রশাসনিক মহকুমা) ত্রাবাঙ্কুর-কোচিনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। সাবেক ত্রাবাঙ্কুর-কোচিন রাজ্যের দক্ষিণাংশ তামিলনাড়ুর সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

ক) কেরালা কিভাবে বিদেশি শক্তির অধীনস্থ হয়?

খ) তামিলাকম রাজ্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

গ) 'দক্ষিণের মশলা ভারতের অন্যতম ঐতিহ্য'- উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন।

ঘ) তামিলাকম থেকে আজকের তামিলনাড়ু সৃষ্টির ইতিহাস বিবৃত করুন।

৫► নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি বঙ্গানুবাদ করুন-

40

Many people believe that science and religion are contrary to each other. But this notion is wrong as a matter of fact, both are complementary to each other. The aim of both these institutions is to explain different aspects of life, universe and human existence. There is no doubt that the methods of science and religion are different. The method of science is observation, experimentation and experience. Science takes its recourse to progressive march towards perfection the rules of religion are faith, intuition and spoken word of the enlightened, in general, while science is inclined towards reason and rationality, spiritualism is the essence of religion.

In earlier times when man appeared on Earth, he was over-awed at the sight of violent and powerful aspects of nature. In certain cases, the usefulness of different natural objects of nature overwhelmed man.

Thus began the worship of forces of nature—fire, the Sun, the rivers, the rocks, the trees, the snakes, etc. The holy scriptures were written by those who had developed harmony between external nature and their inner self. Their object was to ennoble, elevate and liberate the human spirit and mind. But the priestly class took upon itself the monopoly of scriptural knowledge and interpretation to its own advantage.

Thus, the entire human race was in chains.